সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য

"নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

পটভূমি: ৩

২.০ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪

৩.০ কার্যক্রমের উপকারভোগী ৪

৪.০ পুনর্বাসন সহায়তা প্রাপ্যতা ৪

৫.০ প্রয়োগ এলাকা ৫

৬.০ বাস্তবায়ন কৌশল ৫

৭.০ পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া ৫

৮.০ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা ৭

৯.১ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ৭

৯.২ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কর্মপরিধি ৭

৯.৩ উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটি ৯

৯.৪ উপজেলা উপকারভোগী বাছাই কমিটির কর্মপরিধি ১০

৯.৫ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটি ১০

৯.৬ পৌরসভা বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১০

৯.৭ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটি ১১

৯.৮ ইউনিয়ন বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি ১১

১০.০ যেসকল কারণে আর্থিক সহায়তা বাতিল করা যাবে ১২

১১.০ অর্থ বরাদ্দ ও বন্টন ১২

১২.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১২

১৩.০ অভিযোগ নিষ্পত্তি ১২

১৪.০ পরিপত্র বলবৎকরণ ১২

১৫.০ পরিপত্রের পরিবর্তন ইত্যাদি ১২

১৬.০ পরিপত্রের কার্যকারিতা: ১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০২৬.১৯.৪৫৯ তারিখ: ২২-১২-২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রম সম্পর্কিত নির্দেশিকা।

১। পটভূমি:

১.০ নদী মাতৃক বাংলাদেশে নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতিবছর গড়ে ১০ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে[১]। এর ফলে নদীর তীরে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষ ঘর-বাড়িসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হারিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। এতে বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, আবাদি অনাবাদি জমি, ফসল, প্রাণিসম্পদ, বাজার, স্কুলসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রধান নদীসমূহ যেমন: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদীসমূহের ভাঙ্গনের ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে[২]। অপরদিকে নতুন ভূমি সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর। প্রতিবছর নদীর তীরে বসবাসকারী আনুমানিক ৬৮ হাজার মানুষ নদী ভাঙ্গনের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে যাচ্ছে[৩]। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে নদী ভাঙ্গনের প্রবণতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.১ এ প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথমবারের মত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নদী ভাঙ্গনের কারণে **বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারকে আপদকালীন সময়ের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে**। বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসকল মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁইসহ সর্বস্ব হারিয়ে অত্যন্ত দূর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১.২ বর্ণিত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং নদী ভাঙ্গনে প্রকৃত বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবার যাতে স্বল্পতম সময়ে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করে সেলক্ষ্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
[২] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, বেসলাইন স্টাডিজ: ভলিউম-১, অনুচ্ছেদ-২.৪, পৃষ্ঠা-১২
[৩] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের **আর্থিক** সহায়তা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. নদী ভাঙ্গনের কারণে যেসকল দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দু:স্থ মানুষের বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

খ. সামগ্রিকভাবে নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র এবং দু:স্থ মানুষের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং বসতবাড়ি হারিয়ে যে ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাহায্য প্রদান;

গ. নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা সম্প্রসারণ; এবং

ঙ. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

৩.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতি দরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা"কার্যক্রমের

উপকারভোগী:

দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারের বসতবাড়ি নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁরা উপকারভোগী/ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের তালিকার আওতাভুক্ত হবে। দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবার চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ:

ক. দরিদ্র পরিবার (মাসিক আয় অনধিক ১৫ হাজার টাকা);

খ. ভূমিহীন পরিবার (জমির পরিমাণ অনধিক ০৫ শতক);

গ. দুঃস্থ পরিবার (পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হিজড়া, বেদে প্রভৃতি ধরনের পরিবার)।

৪.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের প্রাপ্যতা:

কোন পরিবার নদী ভাঙ্গনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ির আর্থিক সহায়তা বছরে একবারের অধিক প্রাপ্য হবেনা।

৫.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের প্রয়োগ এলাকা:

নদী ভাঙ্গনে **অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলা/পৌরসভাসমূহের** বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন এবং দুঃস্থ পরিবারের আর্থিক সহায়তার জন্য এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এ নির্দেশিকার সাথে **নদী ভাঙ্গনে অতি ঝুঁকিপূর্ণ উপজেলাসমূহের তালিকা (সংযোজনী-১) সংযুক্ত করা হয়েছে**। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহের (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী উপজেলাসমূহের অতীত এবং বর্তমান নদী ভাঙ্গন প্রবণতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে কিছু কিছু এলাকার নদী ভাঙ্গন প্রবণতা হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে। এ কারণে তালিকাটি পরবর্তীতে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন যোগ্য। ভবিষ্যতে তালিকা বহির্ভূত কোন উপজেলা নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হলে উপজেলা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে উক্ত উপজেলা কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত হবে।

৬.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের বাস্তবায়ন কৌশল:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় এ নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রস্তাবিত কমিটিসমূহের অনুমোদনক্রমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। এক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে স্টিয়ারিং কমিটি, উপজেলা পর্যায়ে উপকারভোগী বাছাই কমিটি, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে বাস্তবায়ন কমিটি নির্দেশিকায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

৭.০ "নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার অতিদরিদ্র/দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা" কার্যক্রমের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ প্রক্রিয়া:

ক. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সনাক্তকরণ এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় সংযোজিত **(সংযোজনী-২)** ছক অনুসরণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে;

খ. **নির্ধারিত ছক** অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌর মেয়র, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণপূর্বক পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ উল্লেখ করে প্রস্তাব করবে;

গ. নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকালে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র ব্যবহার এবং তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের সুবিধার্থে ছবি/ভিডিও চিত্র ধারণ করা যেতে পারে;

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকায় নদী ভাঙ্গনের কারণে **শুধুমাত্র বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারকে** অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;